তথ্যবিবরণী                                                                    নম্বর : ৩১৮৪

**পরিকল্পনা আর পেপারওয়ার্ক না করে বাস্তবভিত্তিক কাজ করার আহ্বান স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট):

দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে শুধু পরিকল্পনা ও পেপারওয়ার্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বাস্তবভিত্তিক কাজ করার জন্য সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী-সহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম।

মন্ত্রী আজ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এই আহ্বান জানান। পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক সুপ্রিয় কুমার কুন্ডুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মোঃ রেজাউল আহসান।

মন্ত্রী বলেন, উন্নয়নমূলক কাজ করার সময় পরিকল্পনা এবং কাগজপত্র ঠিক করতেই অনেক সময় চলে যায়। এজন্য কাজের সুফল পেতে অনেক দেরি হয়। তাই দ্রুততম সময়ে বাস্তবভিত্তিক কাজ করার ওপর জোর দেন তিনি। মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল প্রতিষ্ঠানকে স্বনির্ভর হওয়ার আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, দুর্নীতি কখনোই জাতির জন্য শুভকর কিছু বয়ে আনতে পারে না। এজন্য স্থানীয় সরকারের সকল প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতি মুক্ত থাকতে হবে এবং সকল পর্যায়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি এ সময় সবাইকে জাতির পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করারও আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য বলেন, বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন বঙ্গবন্ধু। তাই বঙ্গবন্ধুর চেতনাকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে। বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে পরবর্তী প্রজন্মকে গড়ে তুলতে হবে।

পরে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী এতিমদের মাঝে বস্ত্র বিতরণ করেন এবং বঙ্গবন্ধু-সহ তাঁর পরিবার-পরিজন এবং অন্যান্যদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করেন। এর আগে তাঁরা পল্লী ভবনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি উন্মোচন করেন এবং পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান।

#

হায়দার/রাহাত/রফিকুল/সেলিম/২০২০/২১৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                    নম্বর : ৩১৮৩

**২১ আগস্টের কুশীলবরা এখনও ষড়যন্ত্র করছে**

 **-- তথ্যমন্ত্রী**

সিলেট, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট):

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট যারা গ্রেনেড ছুঁড়ে শেখ হাসিনাকে হত্যা করতে চেয়েছিল, সেই কুশীলবরা এখনও ষড়যন্ত্র করছে। তাদের ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

মন্ত্রী আজ সিলেট জেলা পরিষদ মিলনায়তনে সিলেট বিভাগের চার জেলার সাংবাদিকদের মাঝে করোনাকালীন আর্থিক সহায়তার চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

ড. হাছান বলেন, যারা দেশের স্বাধীনতা চায়নি, বঙ্গবন্ধুকে যারা রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছিলো, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তারা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল। মন্ত্রী বলেন, আজকেও যারা শেখ হাসিনাকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হচ্ছে তারাও ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছে। ২১ শে আগস্ট বঙ্গবন্ধুর মতো তার সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনাকে হত্যা করার জন্য বৃষ্টির মতো গ্রেনেড ছোঁড়া হয়েছিল। সেই কুশীলবরা এখনও ষড়যন্ত্র করছে। সুতরাং, আমাদেরকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

সাংবাদিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, যারা দেশের বিরুদ্ধে, অর্থনীতির বিরুদ্ধে, স্বাধীনতার চেতনার বিরুদ্ধে অসাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আঘাত হানতে চায়, ষড়যন্ত্র করে, তাদের বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের আরো সোচ্চার হতে হবে।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাদুকরী নেতৃত্বের পরিচয় দিয়েছেন। করোনা ভাইরাস মোকাবিলার ক্ষেত্রেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেভাবে সক্ষমতা দেখিয়েছেন, এটা অতুলনীয়। তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রীর বয়স ৭৪ বছর, এই সময়ে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় গত সাড়ে পাঁচ মাসে একদিনও বিশ্রাম নেননি। একই সময়ে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগও মোকাবিলা করেছেন।

মন্ত্রী বলেন, অনেকেই বলেছিলো করোনার সময়ে দেশে হাজার হাজার মানুষ মরে যাবে। বলা হয়েছিলো, রাস্তায় লাশ পড়ে থাকবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো- একজন মানুষও অনাহারে মরেনি। করোনা ভাইরাসে মৃত্যুর হার পৃথিবীতে যে ক’টি দেশে সবচেয়ে কম তাদের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। আমাদের দেশে করোনায় মৃত্যুর হার ১ দশমিক ২৫ থেকে ১ দশমিক ৩০ শতাংশ। যা ভারত-পাকিস্তানের চেয়েও কম।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, শেখ হাসিনার জাদুকরী নেতৃত্বে এসব সংকট মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছে বলে করোনাকালীন সময়েও গত জুলাই মাসের রপ্তানি বিগত ২০১৯ সালের জুলাই মাসের চেয়ে ১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সঠিক নেতৃত্ব ও সঠিক সিদ্ধান্তের কারণেই এটি সম্ভব হয়েছে।

চলমান পাতা/২

--০২--

দলমত নির্বিশেষে সকল সাংবাদিককে প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী আরো বলেন, গণমাধ্যম রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ। এই স্তম্ভ তৈরি করেন সাংবাদিকরা। বর্তমান সরকার সাংবাদিকদের কল্যাণে কাজ করছে। যারা সরকারের ঘোর সমালোচক তাদেরকেও প্রণোদনা দিচ্ছে সরকার। করোনাকালে গণমাধ্যমের ভূমিকা প্রসঙ্গে তথ্যমন্ত্রী বলেন, দু’একটি ব্যতিক্রম ছাড়া করোনা সংকটকালে গণমাধ্যম সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেছে। তিনি বলেন, সমালোচনা থাকবে। না হলে বহুমাত্রিক সমাজব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যাবে। সরকার মনে করে, সমালোচনা পথচলাকে শাণিত করে। কিন্তু সমালোচনা হতে হবে বস্তুনিষ্ট। সমাজকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য। অন্ধের মতো একপেশে সমালোচনা গ্রহণযোগ্য নয়।

সিলেটের জেলা প্রশাসক এম. কাজী এমদাদুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও জেলা তথ্য অফিসের উপ পরিচালক জুলিয়া জেসমিন মিলির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মোল্লা জালাল, মহাসচিব শাবান মাহমুদ, সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা মাসুক উদ্দিন আহমদ, সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন খান, সিলেট জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তাপস দাশ পুরকায়স্থ, সিলেট প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকবাল সিদ্দিকী প্রমুখ।

আলোচনা পর্ব শেষে সিলেট বিভাগের শতাধিক সাংবাদিকের মধ্যে প্রণোদনার চেক বিতরণ করেন মন্ত্রী।

এর আগে মন্ত্রী সিলেট বেতার কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। পরে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর মাজার জিয়ারত করেন মন্ত্রী।

#

আকরাম/রাহাত/রফিকুল/সেলিম/২০২০/২২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৮২

সমুদ্রে মৎস্য আহরণে বিরত থাকা জেলেদের জন্য

১১ হাজার ৯০৩ মেট্রিক টন ভিজিএফ চাল বরাদ্দ

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট) :

 সরকার মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় দেশের সামুদ্রিক জলসীমায় মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন আহরণে বিরত থাকা জেলেদের জন্য ২য় কিস্তিতে ১১ হাজার ৯ শত ৩ দশমিক ৫৮ মেট্রিক টন ভিজিএফ চাল বরাদ্দ করেছে। উপকূলীয় ১২টি জেলার ৫১টি উপজেলা এবং চট্টগ্রাম মহানগরীর ৩ লাখ ৯৬ হাজার ৭ শত ৮৬টি জেলে পরিবারের জন্য এ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এর আওতায় প্রতিটি জেলে পরিবারকে ২৩ দিনের জন্য ৩০ কেজি হারে ভিজিএফ চাল প্রদান করা হবে।

 গত ১৯ আগস্ট সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের অনুকূলে এ সংক্রান্ত মঞ্জুরি আদেশ জারি করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। ভিজিএফ চাল আগামী ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে উত্তোলন ও সংশ্লিষ্টদের মাঝে বিতরণ সম্পন্ন করার জন্য জেলা প্রশাসকদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কার্ডধারী এবং সমুদ্রগামী জেলে ব্যতীত অন্যদের এ চাল প্রদান করা যাবে না মর্মে বরাদ্দপত্রে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

 বরাদ্দপ্রাপ্ত উপজেলাগুলো হলো খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা, দাকোপ, পাইকগাছা, কয়রা ও রূপসা, বাগেরহাট জেলার মোংলা, মোড়েলগঞ্জ ও শরণখোলা, সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি ও শ্যামনগর, চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী, আনোয়ারা, মিরসরাই, সন্দ্বীপ, কর্ণফুলী, সীতাকুন্ড ও চট্টগ্রাম মহানগরী, কক্সবাজার জেলার সদর, চকরিয়া, মহেশখালী, উখিয়া, পেকুয়া, কুতুবদিয়া, টেকনাফ ও রামু, নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও কোম্পানীগঞ্জ, ফেনী জেলার সোনাগাজী, লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি, বরগুনা জেলার সদর, পাথরঘাটা, আমতলী ও তালতলী, পিরোজপুর জেলার সদর, মঠবাড়িয়া, ভান্ডারিয়া, নাজিরপুর, নেছারাবাদ, কাউখালি ও ইন্দুরকানি, পটুয়াখালী জেলার সদর, কলাপাড়া, বাউফল, গলাচিপা, রাঙ্গাবালি ও দশমিনা এবং ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন, চরফ্যাশন, দৌলতখান, লালমোহন, তজুমুদ্দিন ও মনপুরা।

 এর আগে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন উপকূলীয় ১২টি জেলার ৪৪টি উপজেলা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে বিরত থাকা ৪ লাখ ১৯ হাজার ৫ শত ৮৯টি জেলে পরিবারকে ২০১৯-২০ অর্থবছরের ১ম কিস্তিতে ৪২ দিনের জন্য মোট ২৩ হাজার ৪৯৬ দশমিক ৯৮ মেট্রিক টন ভিজিএফ চাল বিতরণ করে সরকার।

#

ইফতেখার/রাহাত/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২১২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                    নম্বর : ৩১৮১

**অগ্রণী ব্যাংক ও বিকাশ এর মধ্যে ডিজিটাল লেনদেন সেবা উদ্বোধন করলেন অর্থমন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট):

অগ্রণী ব্যাংকের একাউন্ট থেকে বিকাশ একাউন্টে টাকা আনা এবং বিকাশ একাউন্ট থেকে টাকা জমা দেয়া-সহ অগ্রণী ব্যাংকের লেনদেন এখন করা যাবে বিকাশে। ফলে সারা দেশে অগ্রণী ব্যাংকের এক কোটিরও বেশি গ্রাহকের জন্য ব্যাংকিং লেনদেন হলো আরো সহজ, নিরাপদ এবং সময় ও খরচ সাশ্রয়ী। অগ্রণী ব্যাংক এবং মোবাইল আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বিকাশ যৌথভাবে প্রথমবারের মতো এই দ্বি-মুখী সেবা চালু করেছে।

আজ ভার্চুয়াল এক অনুষ্ঠানে এই সেবা কার্যক্রম উদ্বোধন করেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ আসাদুল ইসলাম, অগ্রণী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখত এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর আহমেদ জামাল। অনুষ্ঠানে আরো সংযুক্ত ছিলেন অগ্রণী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালকবৃন্দ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্যবেক্ষক, এমডি এবং সিইও মোহম্মদ শামস-উল ইসলাম, বিকাশ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কামাল কাদীর এবং চিফ কমার্শিয়াল অফিসার মিজানুর রশীদ।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সরকারের সদিচ্ছায় পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপে অগ্রণী ব্যাংকের সেবা বিকাশ এর মাধ্যমে মানুষের ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে। আমাদের দেশের মোবাইল আর্থিক সেবার খ্যাতি বিশ্বজোড়া, আজকের এই উদ্যোগে সেই সাফল্যে আরো একটি পালক যুক্ত হলো।

অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা পৌঁছাতে অগ্রণী ব্যাংকের এই উদ্যোগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া, এই উদ্যোগ গ্রহণের ফলে ব্যাংকের গ্রাহকসেবার মানও বৃদ্ধি পাবে।

বিকাশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কামাল কাদীর বলেন, আমাদের গ্রাহকবান্ধব ডিজিটাল লেনদেন প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে ব্যাংকগুলো তাদের সেবাকে আরো সৃজনশীলভাবে গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দিতে পারে।

উল্লেখ্য, এই ডিজিটাল লেনদেন সেবা চালু হওয়ায় গ্রাহক ব্যাংকে না এসেই যে কোনো সময়ে বিকাশ অ্যাপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় লেনদেন করতে পারবেন। গ্রাহক অ্যাড মানি’র মাধ্যমে অগ্রণী ব্যাংক একাউন্ট থেকে বিকাশে টাকা এনে ইউটিলিটি বিল দেয়া, পেমেন্ট করা, মোবাইল রিচার্জ করা, টিকিট ক্রয়-সহ সকল বিকাশ সেবা নিতে পারবেন। আবার ডিপিএস বা ঋণের কিস্তি জমা দেয়া, একাউন্টে টাকা জমা দেয়া-সহ অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা গ্রাহকগণ ঘরে বসেই নিতে পারবেন।

#

তৌহিদুল/রাহাত/রফিকুল/সেলিম/২০২০/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৮০

জনগণের সাথে দুর্ব্যবহার দুর্নীতির শামিল

 -- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট) :

 জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, মানুষ সরকারের কাছে দ্রুত ও কার্যকরী সেবা প্রত্যাশা করে। কিন্তু অনেক সময় প্রত্যাশিত সেবা না পেয়ে সাধারণ জনগণকে অনিয়ম ও দুর্ব্যবহারের শিকার হতে হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, দুর্ব্যবহারও দুর্নীতির শামিল। তাই জনগণকে হাসিমুখে যথাযথ সেবা প্রদান করতে হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ মেহেরপুর জেলার সরকারি আইন কর্মকর্তাদের সাথে এক ভার্চুয়াল মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, ব্যক্তিগত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে থেকে দেশের সেবায়, মানুষের সেবায় কাজ করে যেতে হবে যাতে দেশের সকল স্তরের মানুষ যথাযথ আইনগত সহায়তা পায়। জনগণের আইনগত সহায়তা নিশ্চিতে আইন কর্মকর্তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজের সব ধরনের মানুষের জন্য আইনগত সহায়তা প্রদানের মানসিকতা ধারণ করতে হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আইন কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বলেন, আপনাদের কর্মকাণ্ডেই সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে। বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিটি মানুষকে যথাযথ আইনগত সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা। তাই, সরকারের এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে দ্রুততা ও দক্ষতার সাথে আইন কর্মকর্তাদের কাজ করতে হবে।

 মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জেলার পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলি, জেলা পাবলিক প্রসিকিউটর এডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য্য-সহ জেলার বিভিন্ন স্তরের আইন কর্মকর্তা বক্তব্য রাখেন।

#

শিবলী/রাহাত/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৯৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                    নম্বর : ৩১৭৯

**বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের শিল্পোন্নত বাংলাদেশ গড়তে মানসম্মত পণ্য উৎপাদনের তাগিদ শিল্পমন্ত্রীর**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট):

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের শিল্পোন্নত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে মানসম্মত শিল্প পণ্য উৎপাদনের তাগিদ দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। তিনি বলেন, বিশ্বায়নের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য শিল্পখাতের সক্ষমতা বাড়িয়ে মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনে নিজেদেরকে এগিয়ে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো ধরনের আপস করলে এটা জাতির সাথে বেঈমানি ও দুর্নীতি বলে বিবেচিত হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

শিল্পমন্ত্রী আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস ২০২০ পালন উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত "চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু: শিল্পোন্নত বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ তাগিদ দেন। সেমিনারে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বিশেষ অতিথি ছিলেন। শিল্পসচিব কে এম আলী আজমের সভাপতিত্বে সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সালাউদ্দিন মাহমুদ।

সেমিনারে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ হেলাল উদ্দিন এনডিসি, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান ও বিসিক চেয়ারম্যান মোশ্তাক হাসান এনডিসি আলোচনায় অংশ নেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার প্রধানগণ সেমিনারে অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর শিল্প দর্শনের আলোকে দেশে গুণগত শিল্পায়নের ধারা জোরদারে উন্নতমানের পণ্য উৎপাদনে সক্ষম বিদেশি উদ্যোক্তাদের সাথে যৌথ বিনিয়োগের শিল্প-কারখানা স্থাপনের সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-কারখানার খালি জমিতে এগ্রো- প্রসেসিং, চামড়া, চিনিসহ বিভিন্ন ধরনের আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদন, মার্কেটিং ও ব্র্যান্ডিংয়ের লক্ষ্যে নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীনতা অর্জনের পর ইতোমধ্যে অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে উল্লেখ করে তিনি সময়াবদ্ধ পরিকল্পনার মাধ্যমে শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার পরামর্শ দেন। আগামী প্রজন্মের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য একটি শিল্পোন্নত রাষ্ট্র বিনির্মাণে তিনি প্রজাতন্ত্রের মেধাবী কর্মকর্তাদেরকে বঙ্গবন্ধুর চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে নিরন্তর পরিশ্রম করে যাওয়ার পরামর্শ দেন। এক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর হিমালয়সম ব্যক্তিত্ব, শিল্পদর্শন এবং অর্থনৈতিক মুক্তির চেতনা ধারণ করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব ও সততার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে শিল্প খাত, বিশেষ করে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের সম্প্রসারণের বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)-কে অগ্রণী ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ঋণ সুবিধাসহ শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় সকল ধরনের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোক্তাদের প্রাধান্য দিতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শিল্প-কারখানাসমূহের খালি জায়গায় নতুন কারখানা স্থাপনের উদ্যোগসহ বিসিকের মাধ্যমে শিল্পনগরী স্থাপনের পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, পুরানো কারখানার আধুনিকায়ন ও নতুন কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে অবশ্যই ইউরোপের আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ করে সেগুলো তৈরি করতে হবে।

#

মাসুম/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৭৮

পর্যটন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে স্থানীয় প্রশাসনকে মনোযোগী হতে হবে

 -- পর্যটন প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট) :

 বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী পর্যটন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে মনোযোগী হওয়ার জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

 স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় পর্যটনকে সম্পৃক্তকরণ ও পর্যটন সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে আজ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক রাজবাড়ী জেলার সাথে আয়োজিত অনলাইন কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এ নির্দেশনা প্রদান করেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন পর্যটনের বিকাশে সহযোগিতা করে। তবে নতুন পর্যটন অবকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি পুরাতন অবকাঠামোগুলো যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। পর্যটন অবকাঠামো নির্মাণের সময় পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। স্থানীয় প্রশাসনকে এই বিষয়ে মনোযোগী হতে হবে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে একসাথে কাজ করবে। পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন শেষে এর আলোকে সামগ্রিক পরিস্থিতি বিচার করে প্রয়োজনীয় নতুন পর্যটন অবকাঠামো তৈরি করা হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বাংলাদেশের নদীগুলো পর্যটনের অন্যতম আকর্ষণ। দেশের নদীগুলোকে কেন্দ্র করে ‘রিভার ট্যুরিজম’-এর উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। এ পরিকল্পনায় রিভার ক্রুজ, বিভিন্ন ওয়াটার রাইডিং, বোটিং-সহ নানা ধরনের পর্যটন সুবিধা যুক্ত করা হবে। রাজবাড়ীতে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী মেলায় দেশি-বিদেশি পর্যটকদের অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কাজ করবে। এছাড়া পদ্মা তীরবর্তী রাজবাড়ী জেলায় নদীভিত্তিক পর্যটন সুবিধা নির্মাণে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড স্থানীয় প্রশাসনের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

 বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের পরিচালক আবু তাহের মুহাম্মদ জাবেরের সঞ্চালনায় ও রাজবাড়ী জেলার জেলা প্রশাসক দিলসাদ বেগমের সভাপতিত্বে কর্মশালায় আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জাবেদ আহমেদ, পিরোজপুর জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি, গণমাধ্যম কর্মী, বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ ও পর্যটনের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সেক্টরের অংশীজন।

#

তানভীর/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৯২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                    নম্বর : ৩১৭৭

**বাংলাদেশে বিনিয়োগ বাড়াতে কোরীয় রাষ্ট্রদূতকে অর্থমন্ত্রীর আহ্বান**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট):

 নবনিযুক্ত দক্ষিণ কোরীয় রাষ্ট্রদূত লি জ্যাং-কেউন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের সাথে আজ ভার্চুয়াল অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সাক্ষাৎ করেন। অর্থমন্ত্রী এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রের অভূতপূর্ব অগ্রগতি সম্পর্কে জাং-কেউনকে অবহিত করেন।

 কোরীয় রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশ সরকারের সাথে উন্নয়ন অংশীদার এবং বিনিয়োগ অংশীদার হিসাবে কাজ করার আগ্রহের কথা জানান। তিনি কোরিয়ায় কর্মরত বাংলাদেশি শ্রমিকদেরকে সাধুবাদ জানান। তিনি বাংলাদেশে কোরীয় বিনিয়োগের সাম্প্রতিক উন্নয়নের কথা, বিশেষ করে স্যামস্যাংয়ের মোবাইল অ্যাসেম্বলিং এবং হুন্দাইয়ের স্থানীয় অংশীদারের সাথে অটোমোবাইল অ্যাসেম্বলিং প্ল্যান্টের বিষয় উল্লেখ করেন।

 অর্থমন্ত্রী বলেন, সরকারি প্রকল্পে কাজ করার বিষয়েও কোরীয় নির্মাণ সংস্থাগুলোর প্রতি সরকারের আস্থা রয়েছে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে মেঘনায় তৃতীয় সেতুটি নির্মাণের যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেখানেও কোরীয় সংস্থা দেওয়ূ আগ্রহ দেখাচ্ছে বলেও তিনি জানান। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত উদ্দীপনা প্যাকেজের সহায়তায় বাংলাদেশের অর্থনীতি কোভিড-১৯ মহামারি থেকে প্রত্যাবর্তন শুরু করেছে। নির্মাণ, উচ্চ-প্রযুক্তি ও উৎপাদন খাতে কোরিয়া থেকে বিনিয়োগ আনার এটি অত্যন্ত ভাল সময়। কোরিয়ার জায়ান্ট সংস্থাগুলোর সাফল্যের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী উভয় দেশের পক্ষে লাভজনক হওয়ায় বাংলাদেশে আরো বেশি বিনিয়োগকারী আনার লক্ষ্যে কোরিয়ান রাষ্ট্রদূতকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান।

 লি জ্যাং-কেউন বাংলাদেশে বিনিয়োগের সুযোগের বিষয়ে অর্থমন্ত্রীর সাথে একমত পোষন করেন এবং কোরিয়া থেকে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ আনতে বাংলাদেশের কোরিয়ান দূতাবাসের ভবিষ্যতের ভূমিকার বিষয়ে তাকে আশ্বাস দেন।

#

তৌহিদুল/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৯১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                    নম্বর : ৩১৭৬

**২১শে আগস্টে গ্রেনেড হামলা করেছিল Õ৭১ এর পরাজিত শক্তি ও যুদ্ধাপরাধীরা**

 **-- কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট):

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, ১৫ই আগস্টে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে ’৭১ এর পরাজিত শক্তি ও যুদ্ধাপরাধীরা এ দেশের স্বাধীনতা ও অস্তিত্বকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। বঙ্গবন্ধু একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতে বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে তাঁর আদর্শ ও চেতনাকে, বাঙালির আত্মাকে হত্যা করতে চেয়েছিল ষড়যন্ত্রকারীরা।

মন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় অনলাইনে এসব কথা বলেন। সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ নাসিরুজ্জামান।

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শের আলোকবর্তিকা এখন তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে। তাঁকে হত্যা করতেই ২১শে আগস্টে গ্রেনেড হামলা হয়েছিল। ১৫ই আগস্ট এবং ২১শে আগস্টে গ্রেনেড হামলা একইসূত্রে গাঁথা। যারা ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে দেশকে পাকিস্তানের ধারায় ফিরিয়ে নিতে চেয়েছে, যারা পাকিস্তানের লেজুড়বৃত্তি করে, যারা ধর্মকে ব্যবহার করে বাংলাদেশের সংস্কৃতি, আর্দশ ও ঐতিহ্যকে বিলুপ্ত করতে চায়- তারাই ২১শে আগস্টে গ্রেনেড হামলা চালিয়েছে। এ গ্রেনেড হামলার মাধ্যমে এরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের কর্মীদের নিঃশেষ করতে চেয়েছিল।

 এ সময় কর্মকর্তাদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, Ôদেশের উন্নয়নে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। আপনারা সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করবেন। তাহলেই বঙ্গবন্ধুর আর্দশ বাস্তবায়িত হবে, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ, শান্তির বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে। শোক দিবস পালন অর্থপূর্ণ হবে।’

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আবদুল মুঈদের সভাপতিত্বে বিএডিসির চেয়ারম্যান মোঃ সায়েদুল ইসলাম, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মোঃ নাজিরুল ইসলাম, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক শাহজাহান কবীর প্রমুখ সভায় বক্তৃতা করেন। এ সময় কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন।

সভার শুরুতেই ১৫ আগস্টে শহিদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্য ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং দেশের অব্যাহত সমৃদ্ধির জন্য দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

#

কামরুল/রাহাত/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩১৭৫

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা**, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট) :**

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৪ হাজার ৫৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ২ হাজার ৮৬৮ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২ লাখ ৮৭ হাজার ৯৫৯ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ৪১ জন-সহ এ পর্যন্ত ৩ হাজার ৮২২ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১ লাখ ৬৮ হাজার ৯৯১ জন।

#

কাদের/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৭৪

গ্রামীণ অর্থনীতিতে মৎস্য খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে

 -- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট) :

 মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, ‘গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল করতে মৎস্য খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। মৎস্য খাতের একটা প্রকল্পের মাধ্যমে একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ের একজন মানুষকে কর্মক্ষম করে তুললে তার বেকারত্ব দূর হবে, সে নিজে উদ্যোক্তা হবে, স্বাবলম্বী হবে এবং তার দরিদ্রতা দূর হবে। এভাবে অর্থনীতির ওপর ঢাকামুখিতা বা বড় বড় শহরমুখিতার চাপ কমে যাবে। পাশাপাশি এ খাতের মাধ্যমে আমাদের পুষ্টি ও আমিষের চাহিদাও পূরণ হচ্ছে।’

 আজ রাজধানীর রমনাস্থ মৎস্য ভবনে মৎস্য অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত ২০১৯-২০ অর্থবছরে সংশোধিত বর্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত মৎস্য উপখাতের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুন, ২০২০ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় সভাপতিত্বেকালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব রওনক মাহমুদ, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান কাজী হাসান আহমেদ, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শ্যামল চন্দ্র কর্মকার, যুগ্ম সচিব তৌফিকুল আরিফ ও যুগ্ম প্রধান লিয়াকত আলী, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কাজী শামস্ আফরোজসহ মৎস্য অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

 মৎস্য উপখাতে চলমান প্রকল্পের পরিচালকদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, ‘অর্পিত দায়িত্বকে মনে-প্রাণে গ্রহণ ও ধারণ করুন। নিজেদের যোগ্যতা তুলে ধরার চেষ্টা করুন। অনিয়ম ও অস্বচ্ছতা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে হবে। প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের তালিকা প্রস্তুতে অস্বচ্ছতা দূর করতে হবে। প্রকল্পের ধারাবাহিক রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রকল্পের কাজে গতি বাড়াতে হবে। অনিবার্য কারণে সময় বৃদ্ধি করা হলেও ব্যয় বৃদ্ধি কোনোভাবেই করা হবে না। ক্রান্তিকালীন দায়িত্বে অবহেলা অমার্জনীয় হবে।’

 মৎস্য খাত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে মন্ত্রী আরো বলেন ‘আপনাদের কারিগরি সক্ষমতা, বিদ্যার সক্ষমতা টেবিলকেন্দ্রিক কাজে ব্যবহার না করে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় মাছকে ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদের বিশেষজ্ঞরা কাজ করছেন। এটাকে ধারণ করতে হবে।’

 সভায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত মৎস্য উপখাতের মোট ১৩টি প্রকল্পের জুন, ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। উক্ত ১৩টি প্রকল্পে সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ ছিলো ৩৯৩ কোটি ৩৩ লাখ টাকা। এর বিপরীতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৭৪ কোটি ৯১ লাখ টাকা।

#

ইফতেখার/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৭৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৭৩

হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরলেন পরিবেশ মন্ত্রী

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট) :

 করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বাসায় ফিরেছেন।

 মন্ত্রী আজ সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল (সিএমএইচ) থেকে ছাড়পত্র পেয়ে ঢাকার বেইলি রোডের সরকারি বাসায় ফেরেন। চিকিৎসকদের পরামর্শ মোতাবেক আগামী দুই সপ্তাহ তিনি নিজ বাসায় আইসোলেশনে থেকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণ করবেন। তিনি বর্তমানে আশঙ্কামুক্ত বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকবৃন্দ।

 মন্ত্রী তাঁর সুস্থতার জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি শুকরিয়া প্রকাশ করেন এবং তাঁর আশু রোগমুক্তি কামনা করে দোয়া করার জন্য নির্বাচনী এলাকা মৌলভীবাজারের বড়লেখা ও জুড়ী উপজেলার জনগণ-সহ দেশে ও প্রবাসে বসবাসকারী সকল দেশবাসীর প্রতি তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

 রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) পরিবেশ মন্ত্রীর নমুনা পরীক্ষা করলে গত ১২ আগস্ট দুপুরে ফলাফল পজিটিভ আসে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরামর্শে ঐদিন সন্ধ্যায়ই তিনি সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল (সিএমএইচ), ঢাকায় ভর্তি হন। তিনি প্রধান চিকিৎসক ডাঃ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আব্দুর রাজ্জাক ছাড়াও প্রফেসর ডাঃ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আজিজুল ইসলাম এবং ডাঃ মেজর সাদিয়ার তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন ছিলেন। আন্তরিকভাবে চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য তিনি চিকিৎসকদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

#

দীপংকর/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৭৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                    নম্বর : ৩১৭২

**বঙ্গবন্ধুর খুনি এবং স্বাধীনতা বিরোধীরা দেশের সব সুবিধা নিয়েও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত**

 **- এলজিআরডি মন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট):

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতার সারা জীবনের লড়াই সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন দেশে বাস করে সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করা সত্ত্বেও স্বাধীনতা বিরোধীরা দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে।

মন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০২০ উপলক্ষে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ’ শীর্ষক অনলাইন আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন করেছিলেন, তা অব্যাহত থাকলে অনেক আগেই বাংলাদেশ উন্নত ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলায় রূপান্তরিত হতো।

‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ আজ উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় অপ্রতিরোধ্য’ উল্লেখ করে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে বাঙালিরা যেমন জীবন বাজি রেখে দেশ স্বাধীন করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে শেখ হাসিনার ডাকে সাঁড়া দিয়ে পুরো জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণ করবে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহম্মদের সভাপতিত্বে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

এছাড়া পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মোঃ রেজাউল আহসান, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার প্রধান এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

#

হায়দার/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/কুতুব/২০২০/১৬১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                    নম্বর : ৩১৭১

**ট্রেন ভ্রমণে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদর্শন বাধ্যতামূলক নয়**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট):

যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বাধ্যতামূলক জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদর্শন করার শর্ত শিথিল করেছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। আজ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে রেলপথ মন্ত্রণালয় থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

এক আইডি কার্ডে পরিবারের সর্বোচ্চ ৪জন সদস্যের টিকিট ক্রয় ও ট্রেনে ভ্রমণ করা যাবে বলে মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।

গত ১৩ আগস্ট বাংলাদেশ রেলওয়েতে ভ্রমণকারী যাত্রীসাধারণের ভ্রমণের সময় জাতীয় পরিচয়পত্রসহ ভ্রমণের কথা বলা হলেও নতুন এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ তা শিথিল করলো।

#

শরিফুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/কুতুব/২০২০/১৩০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৭০

**বন্যায় এ পর্যন্ত ১৩ হাজার মেট্রিক টন চাল বিতরণ**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট):

 সাম্প্রতিক অতিবর্ষণ জনিত কারণে সৃষ্ট বন্যায় ৩৩ জেলায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে মানবিক সহায়তা হিসেবে বিতরণের জন্য এ পর্যন্ত ১৯ হাজার ৫১০ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ১২ হাজার ৯৪৮ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে।

 বন্যাকবলিত জেলা প্রশাসনসমূহ থেকে ১৯ আগস্ট পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে চার কোটি ২৭ লাখ টাকা এবং বিতরণ করা হয়েছে দুই কোটি ৯৫ লাখ টাকা। শিশু খাদ্য সহায়ক হিসেবে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এক কোটি ৫৪ লাখ টাকা এবং বিতরণ করা হয়েছে এক কোটি ছয় লাখ টাকা। গো খাদ্য ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তিন কোটি ৩০ লাখ টাকা এবং বিতরণের পরিমাণ দুই কোটি ২৬ লাখ টাকা। শুকনো ও অন্যান্য খাবারের প্যাকেট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এক লাখ ৬৮ হাজার এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে এক লাখ ৪২ হাজার ৮৪২ প্যাকেট।

 এছাড়াও ঢেউটিন বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৪০০ বান্ডিল এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ১০০ বান্ডিল, গৃহ মঞ্জুরি বাবদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১২ লাখ টাকা এবং বিতরণ করা হয়েছে তিন লাখ টাকা।

 বন্যাকবলিত জেলাসমূহ হচ্ছে ঢাকা, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, মুন্সিগঞ্জ, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, পাবনা, রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জ।

 বন্যাকবলিত উপজেলা ১৬০ টি এবং ইউনিয়ন এক হাজার ২৬ টি। পানিবন্দি পরিবার ৭ লাখ ৯২ হাজার ৭৪৮ টি এবং ক্ষতিগ্রস্ত ৪৯ লাখ ৫২ হাজার ৪৩৭ জন।

 বন্যাকবলিত জেলা সমূহে আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে  এক হাজার ৩ টি। আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে আশ্রিত ২৩ হাজার ৪১৫ জন। আশ্রয়কেন্দ্রে আনা গবাদি পশুর সংখ্যা ৬২ হাজার ৬৩২ টি। বন্যাকবলিত জেলাসমূহে  মেডিকেল টিম গঠন করা হয়েছে ৮৬৬ টি এবং চালু আছে ২৪১ টি।

#

সেলিম/অনসূয়া/জুলফিকার/জসীম/শামীম/২০২০/১২.১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৬৯

**২১ আগস্ট** **উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট):

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 21 আগস্ট উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

 “২১ আগস্ট বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি কলঙ্কময় দিন। ২০০৪ সালের এ দিনে বিএনপি-জামাত জোট সরকারের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকায় বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আয়োজিত সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী সমাবেশে বর্বরতম গ্রেনেড হামলা চালানো হয়। এ হামলার মূল লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত করা; আমাকে হত্যাসহ বাংলাদেশকে নেতৃত্বশূন্য করে হত্যা, ষড়যন্ত্র, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও দুঃশাসনকে চিরস্থায়ী করা।

 মহান আল্লাহতায়া’লার অশেষ রহমত ও জনগণের দোয়ায় আমি অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যাই। আওয়ামী লীগের নিবেদিতপ্রাণ নেতা-কর্মীরা মানববর্ম তৈরি করে আমাকে রক্ষা করেন। তবে সন্ত্রাসীদের গ্রেনেড হামলায় বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভানেত্রী বেগম আইভি রহমানসহ ২২ জন নেতা-কর্মী নিহত হন। আহত হন পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী, সাংবাদিক ও নিরাপত্তাকর্মী। অনেকে আজও পঙ্গুত্বের অভিশাপ বহন করছেন। অনেকে দেহে স্প্লিন্টার নিয়ে দুর্বিষহ জীবন-যাপন করছেন। আমি ২১ আগস্টের সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। আহতদের প্রতি জানাচ্ছি গভীর সমবেদনা।

 এ নারকীয় হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার করে বিচার করা ছিল সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু তৎকালীন বিএনপি-জামাত জোট সরকার কোন পদক্ষেপ না নিয়ে উল্টো হত্যাকারীদের রক্ষায় সব ধরনের ব্যবস্থা করেছিল। হামলাকারীদের বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়। গুরুত্বপূর্ণ সব আলামত ধ্বংস করে। তদন্তের নামে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে। রাষ্ট্রযন্ত্রকে অপব্যবহার করে তারা জনগণকে ধোঁকা দিতে ‘জজ মিয়া’ নাটক সাজায়। কিন্তু সত্য কখনও চাপা থাকেনি। পরবর্তীকালে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তে বেরিয়ে আসে বিএনপি-জামাত জোটের অনেক কুশীলব এ হামলার সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিল। দীর্ঘ ১৪ বছর পর ২০১৮ সালের অক্টোবরে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার রায় হয়। আদালত গ্রেনেড হামলার সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে বিএনপি নেতা সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, সাবেক উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টুসহ ১৯ জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেন। একই সঙ্গে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বিদেশে পলাতক তারেক রহমান, হারিছ চৌধুরীসহ ১৯ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এছাড়া বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে ১১ আসামিকে। এই রায়ের মধ্য দিয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, জাতি কলঙ্কমুক্ত হয়েছে। ভবিষ্যতে যেন কেউ এমন অপরাধ করার ধৃষ্টতা দেখাতে না পারে তা বন্ধ করা হয়েছে। আশা করি, সকল আইনি বিধি-বিধান ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করে যত দ্রুত সম্ভব এই রায় কার্যকর করা হবে।

চলমান

-২-

 বিএনপি-জামাত জোট যখনই সরকারে এসেছে জঙ্গি ও সন্ত্রাসীদের মদদ দিয়ে বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্র বানানোর অপচেষ্টা করেছে। বিএনপি-জামাতের সকল অপচেষ্টা ও ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে জনগণ ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে পুনরায় বিপুল ভোটে বিজয়ী করে। ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সরকার গঠন করে মানুষের ভাগ্যেন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গত সাড়ে ১১ বছরে আমরা দেশের প্রতিটি সেক্টরে কাঙ্খিত অগ্রগতি অর্জন করেছি। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে ‘রোল মডেল’। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

 প্রতিহিংসার রাজনীতি বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। আমরা সপরিবারে জাতির পিতা হত্যার বিচারের রায় কার্যকর করেছি। জাতীয় চার নেতা হত্যার বিচার সম্পন্ন হয়েছে। একাত্তরের মানবতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় কার্যকর করা হচ্ছে। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করে দেশে শান্তি ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা আজ আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছি। রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

 গ্রেনেড হামলা মামলায় দন্ডিতদের রায় কার্যকর করার মধ্য দিয়ে দেশ থেকে হত্যা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের চির অবসান হবে এবং বাংলাদেশ আগামী প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ-শান্তিপূর্ণ আবাসভূমিতে পরিণত হবে-আজকের দিনে এটাই আমার প্রত্যাশা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/জসীম/শামীম/২০২০/১১.৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৬৮

**২১ আগস্ট উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট):

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২১ আগস্ট উপলক্ষেনিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “বাঙালি জাতির ইতিহাসে ২১ আগস্ট একটি শোকাবহ দিন। ২০০৪ সালের এদিনে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জনসভায় বর্বরোচিত গ্রেনেড হামলায় শহীদ হন বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভানেত্রী আইভি রহমানসহ ২৪ জন নেতাকর্মী। আমি সকল শহীদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি জানাই গভীর সমবেদনা।

 লাখো শহীদের আত্মত্যাগের ফসল আমাদের মহান স্বাধীনতা। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ’৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ‘৫৮ এর সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ’৬৬ এর ৬-দফা, ’৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান ’৭০ এর নির্বাচন ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে শাসকের বুলেটের আঘাতে। স্বাধীন বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ওপর প্রথম আঘাত আসে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। এদিন স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে অকালে জীবন দিতে হয়েছে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর কারাগারে বন্দি অবস্থায় হত্যা করা হয় জাতীয় চার নেতাকে। এরপরও ঘাতকচক্র থেমে থাকেনি। তাঁরা বঙ্গবন্ধু তনয়া বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট পরিকল্পিতভাবে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জনসভা চলাকালীন ইতিহাসের বর্বরতম গ্রেনেড হামলা চালায়। আল্লাহর অশেষ রহমতে সেদিন জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রাণে বেঁচে গেলেও প্রাণ হারান দলের ২৪ জন নেতাকর্মী। আহত হন অনেকে। এ হামলায় বেঁচে থাকা অনেকে আজও পঙ্গুত্ববরণ করে দুর্বিষহ জীবনযাপন করছেন। ঘাতকচক্রের লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে নেতৃত্বহীন করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে রুখে দেয়া এবং দেশে স্বৈরশাসন ও জঙ্গিবাদ প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ তা হতে দেয়নি।

 গণতন্ত্রকে অর্থবহ করতে হলে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহমর্মিতার পাশাপাশি পরমতসহিষ্ণুতা অপরিহার্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে বেগবান করতে সকল রাজনৈতিক দল নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখবে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গণতন্ত্রকামী জনগণ একটি আত্মমর্যাদাশীল ও সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে আসবেন, এ প্রত্যাশা করি।

 আমি ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় শাহাদতবরণকারী সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

 জয় বাংলা।

 খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আজাদ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/জসীম/শামীম/২০২০/১২১৫ ঘণ্টা